



ishwarerain.org

পরিশিষ্ট ৮ঘ: শুদ্ধিকরণের আইনসমূহ — মন্দির ছাড়া কেন সেগুলো পালন করা যায় না

এই পৃষ্ঠাটি একটি ধারাবাহিক অধ্যয়নের অংশ, যেখানে ঈশ্বরের সেই আইনসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেগুলো কেবল তখনই পালন করা সম্ভব ছিল, যখন যিন্নশালেমে মন্দির বিদ্যমান ছিল।

- পরিশিষ্ট ৮ক: মন্দিরের প্রয়োজন হয় এমন ঈশ্বরের আইনসমূহ
- পরিশিষ্ট ৮থ: বলিদানসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮গ: বাইবেলীয় উৎসবসমূহ — কেন আজ একটি-ও পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮ঘ: শুদ্ধিকরণের আইনসমূহ — মন্দির ছাড়া কেন সেগুলো পালন করা যায় না (এই পৃষ্ঠা)
- পরিশিষ্ট ৮ঙ: দশমাংশ ও প্রথম ফল — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮চ: কমিউনিয়ন সেবা — যীশুর শেষ ভোজ ছিল পাসওভার
- পরিশিষ্ট ৮ছ: নাজারীয় ও মানতের আইনসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮জ: মন্দির-সংক্রান্ত আংশিক ও প্রতীকী আনুগত্য
- পরিশিষ্ট ৮ঝ: ক্রুশ এবং মন্দির

তোরাতে আচারগত শুচিতা ও অশুচিতার বিস্তারিত বিধান রয়েছে। এই আদেশগুলো কখনোই বাতিল করা হয়নি। যীশু কখনোই এগুলো বাতিল করেননি। তবুও ইস্যায়েলের অবিশ্বস্ততার প্রতিক্রিয়ায় ঈশ্বর মন্দির, বেদী, যাজকস্থ এবং জাতির মধ্য থেকে তাঁর প্রকাশিত বাসস্থান অপসারণ করেছিলেন। সেই অপসারণের কারণে আজ শুদ্ধিকরণের আদেশগুলো পালন করা যায় না।

যদিও আমরা দুর্বল সৃষ্টিমাত্র, ঈশ্বর তাঁর নির্বাচিত জাতির প্রতি প্রেমে শতাদীর পর শতাদী ইস্যায়েলের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি স্থাপন করেছিলেন (নির্গমন 15:17; ২ ইতিহাস 6:2; ১ রাজাবলি 8:12-13)। কিন্তু খ্রিস্টান 70 সাল থেকে যে মন্দিরে তাঁর পবিত্রতা প্রকাশিত হতো এবং মানুষ তা অনুভব করত, তা আর বিদ্যমান নেই।

আইন কী আদেশ করেছিল

আইন শুচি (রাহুর — tahor) ও অশুচি (খনুর — tamei) — এমন বাস্তব আইনগত অবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করেছিল। মানুষের জীবনের স্বাভাবিক, অনিবার্য বাস্তবতার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অশুচি হতে পারত: সন্তান জন্মদান (লেবীয় পুষ্টক 12:2-5),

মাসিক এবং অন্যান্য দেহগত নিঃসরণ (লেবীয় পুষ্টক 15:19-30), এবং মৃতদেহের সংস্পর্শ (গণনা 19:11-13)। এগুলো পাপপূর্ণ আচরণ ছিল না। এতে কোনো দোষারোপ ছিল না। এগুলো ছিল আইনগত অবস্থা, যা পবিত্র বিষয়ে অগ্রসর হওয়াকে সীমাবদ্ধ করত।

এই সব অবস্থার জন্য আইন একটি শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াও আদেশ করেছিল। কখনো তা সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা মাত্র ছিল। কখনো ধোয়া-ধুঁয়া প্রয়োজন ছিল। এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে যাজকের অংশগ্রহণ ও বলিদান আবশ্যক ছিল। বিষয়টি এই নয় যে ইস্রায়েল “অশুচি অনুভূব” করত; বিষয়টি হলো ঈশ্বর তাঁর পবিত্রতার চারপাশে বাস্তব সীমানা আইনগতভাবে স্থাপন করেছিলেন।

এই আইনগুলো আদৌ কেন ছিল

শুদ্ধতার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল কারণ ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট পবিত্র পরিসরের মধ্যে ইস্রায়েলের মধ্যে বাস করতেন। তোরাহ নিজেই কারণ দেয়: ইস্রায়েলকে অশুচিতা থেকে পৃথক রাখা হতো যাতে ঈশ্বরের বাসস্থান অশুচি না হয়, এবং মানুষ অশুচি অবস্থায় তাঁর পবিত্র উপস্থিতির কাছে গিয়ে মারা না যায় (লেবীয় পুষ্টক 15:31; গণনা 19:13)।

এর মানে অশুচিতার আইন কোনো জীবনধারার প্রথা বা স্বাস্থ্য পরামর্শ ছিল না। এগুলো ছিল উপাসনাস্থল-ভিত্তিক আইন। লক্ষ্য সবসময় এক: ঈশ্বরের বাসস্থান রক্ষা করা এবং সেখানে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।

মন্দির ছিল শুধু স্থান নয়—আইনগত কর্তৃষ্বক্ষেত্র

উপাসনাস্থল কেবল একটি সুবিধাজনক ভবন ছিল না যেখানে ধর্মীয় কাজ হতো। এটি ছিল সেই আইনগত ক্ষেত্র, যেখানে বহু শুদ্ধতার বিধান কার্যকর হতো। অশুচিতা ওরুষপূর্ণ ছিল, কারণ রক্ষার জন্য একটি পবিত্র পরিসর ছিল, পাহারা দেওয়ার জন্য পবিত্র বস্তু ছিল, এবং বজায় রাখার জন্য পবিত্র সেবা ছিল। মন্দির সাধারণ ও পবিত্রের মধ্যে আইনগত সীমারেখা স্থাপন করেছিল, এবং আইন সেই সীমারেখা বজায় রাখতে আদেশ করেছিল।

ইস্রায়েলের অবিশ্বস্তার প্রতিক্রিয়ায় ঈশ্বর যখন তাঁর বাসস্থান অপসারণ করলেন, তখন তিনি তাঁর আইন বাতিল করেননি; তিনি সেই কর্তৃষ্বক্ষেত্র অপসারণ করলেন, যেখানে বহু শুদ্ধতার আইন কার্যকর করা যেত। বাসস্থান না থাকলে নিয়ন্ত্রিত করার মতো বৈধ “প্রবেশ” নেই, এবং অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করার মতো কোনো পবিত্র পরিসরও নেই।

মূল আইন এবং সীমাবদ্ধতার নিয়মাবলি

লেবীয় পুষ্টক 15-এ বহু গৃহস্থালী-পর্যায়ের বিস্তারিত আছে: অশুচি বিছানা, অশুচি আসন, ধোয়া, এবং “সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি।” এগুলো স্বাধীন আদেশ ছিল না, যেন স্থায়ী জীবনধারা নির্মাণ করা যায়। এগুলো ছিল সীমাবদ্ধতার নিয়ম, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অশুচিতা যেন ঈশ্বরের বাসস্থানে পৌঁছে পবিত্র বিষয়কে অপবিত্র না করে।

এ কারণেই আজ এগুলো আলাদা করে “ভক্তিমূলক অনুশীলন” হিসেবে কোনো অর্থ বহন করে না। যে উপাসনাস্থলকে রক্ষা করার জন্য এগুলো দেওয়া হয়েছিল, তা ছাড়া এগুলোর পুনর্গঠন আনুগত্য নয়; তা প্রতীকী অনুকরণ। ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থার জন্য কোনো বিকল্প অনুমোদন দেননি। ঈশ্বর নিজেই যখন তাঁর পবিত্র বাসস্থান অপসারণ করেছেন, তখন সেটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে বলে ভান করার মধ্যে ঈশ্বরের কোনো সম্মান নেই।

নিয়মিত মাসিক

তোরাহর অশুচিতাগুলোর মধ্যে নিয়মিত মাসিক এক অর্থে অন্য, কারণ এটি পূর্বানুমেয়, অনিবার্য, এবং কেবল সময়ের মধ্যেই শেষ হয়। নারী সাত দিন অশুচি থাকত, এবং সে যা শুত বা বসত তা অশুচি হতো; ত্রিসব বস্তু স্পর্শ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি হতে হতো (লেবীয় পুস্তক 15:19-23)। সেই সময় একজন পুরুষ যদি তার সঙ্গে একই বিছানায় শোয়, তবে সেও সাত দিন অশুচি হতো (লেবীয় পুস্তক 15:24)।

এই নিয়মিত, সময়-সমাধানযোগ্য অশুচিতার জন্য যাজক, বলিদান বা বেদী আবশ্যক ছিল না। এর আইনগত উদ্দেশ্য ছিল পরিত্র পরিসরে প্রবেশ সীমিত করা। এজন্য এই আইনগুলো দৈনন্দিন জীবন স্থানের করত না বা যিন্হালেমের স্থায়ী নিকটতা দাবি করত না। শুচি-অশুচি অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ ঈশ্বরের বাসস্থান বিদ্যমান ছিল এবং সেখানে প্রবেশ তাঁর আইনে নিয়ন্ত্রিত ছিল। বাসস্থান অপসারিত হওয়ার পর এই গৃহস্থালী-পর্যায়ের শুন্দতার বিধানগুলোর আর কোনো বৈধ প্রয়োগ নেই; অতএব আজ সেগুলো পালন করা যায় না।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা: মাসিকের সময় একজন নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কের নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ ভিল একটি আইন। এটি কোনো শুন্দিকরণ পদ্ধতি নয় এবং এর অর্থ বা প্রয়োগ মন্দিরের উপর নির্ভর করে না (লেবীয় পুস্তক 18:19; 20:18)। এই যৌন নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত গুরুতর এবং আজও অবশ্যই পালনীয় একটি পৃথক আদেশ।

অস্বাভাবিক রক্তপাত

স্বাভাবিক মাসিক চক্রের বাইরে রক্তপাত আলাদা শ্রেণিতে পড়ত এবং এর সমাপ্তি মন্দির-নির্ভর ছিল। রক্তপাত যতদিন চলত, নারী ততদিন অশুচি থাকত; তারপর রক্তপাত বন্ধ হলে তাকে দিন গণনা করতে হতো এবং তারপর উপাসনাস্থলের প্রবেশমুভারে যাজকের কাছে নিবেদন আনতে হতো (লেবীয় পুস্তক 15:25-30)। এটি “শুধু সময়” দ্বারা সমাধানযোগ্য নয়; এটি যাজক-ও-নিবেদন শ্রেণি। অতএব আজ এটি পালন করা যায় না, কারণ ঈশ্বর এর সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অপসারণ করেছেন।

মৃতদেহ-অশুচিতা

মৃতদেহের সংস্পর্শ একটি গুরুতর অশুচিতা সৃষ্টি করত যা সরাসরি উপাসনাস্থলকে হৃষকির মধ্যে ফেলত। এখানে তোরাহ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় কথা বলে: যে অশুচি ব্যক্তি বাসস্থান অপবিত্র করত তাকে বিছিন্ন করা হতো, এবং এই অপবিত্রতাকে ঈশ্বরের পরিত্র পরিসরের বিরুদ্ধে সরাসরি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো (গণনা 19:13; 19:20)। শুন্দিকরণের নির্ধারিত উপায় ঈশ্বর-নিযুক্ত উপকরণ এবং কার্যকর উপাসনাস্থল কাঠামোর উপর নির্ভর করত। মন্দিরের কর্তৃত্বক্ষেত্র ছাড়া এই শ্রেণি আদেশ অনুসারে বৈধভাবে সমাধান করা যায় না।

ঈশ্বর যখন তাঁর বাসস্থান অপসারণ করলেন তখন কী পরিবর্তিত হলো

ঈশ্বর বিচারকর্পে মন্দির, বেদী এবং লেবীয় যাজকস্থ অপসারণ করেছিলেন। সেই অপসারণের ফলে শুন্দতার ব্যবস্থা তার আইনগত ক্ষেত্র হারিয়েছে। রক্ষার মতো কোনো পরিত্র পরিসর নেই, নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো বৈধ প্রবেশ-সীমা নেই, এবং সেখানে আইন যাজকের অংশগ্রহণ দাবি করে সেখানে সেবা করার জন্য কোনো নিযুক্ত যাজকস্থও নেই।

অতএব, আজ শুন্দিকরণের কোনো আদেশ পালন করা যায় না—আইন শেষ হয়ে গেছে বলে নয়, বরং ঈশ্বর সেই আইনগত ক্ষেত্র অপসারণ করেছেন বলেই। আইন এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মন্দির দাঁড়িয়ে নেই।

প্রতীকী “শুন্ধিকরণ” কেন অবাধ্যতা

কেউ কেউ ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে ব্যক্তিগত আচার, “আধ্যাত্মিক” ধোয়া, বা উদ্ভাবিত গৃহস্থালী-অনুকরণের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করে। কিন্তু ঈশ্বর কোনো বিকল্প অনুমোদন দেননি। ইম্মায়েলকে শুন্ধিকরণের নতুন সংস্করণ উদ্ভাবনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। আনুগত্য মানে ছিল ঈশ্বর যা আদেশ করেছেন তা ঠিক সেইভাবে করা—ঈশ্বর যে স্থানে বেছে নিয়েছেন সেখানে, এবং ঈশ্বর যে সেবক নিযুক্ত করেছেন তাদের মাধ্যমে।

ঈশ্বর যখন আনুগত্যের উপকরণ অপসারণ করেন, তখন বিশ্বস্ত প্রতিক্রিয়া অনুকরণ নয়। বিশ্বস্ত প্রতিক্রিয়া হলো—ঈশ্বর যা করেছেন তা স্বীকার করা, উদ্ভাবন প্রত্যাখ্যান করা, এবং যে আদেশগুলো বর্তমানে পালন করা যায় না, সেগুলোকে সম্মান করা।

উপসংহার

শুন্ধিকরণের আইনগুলো কখনোই বাতিল করা হয়নি। এগুলো ছিল কারণ ঈশ্বর ইম্মায়েলের মধ্যে বাস করতেন এবং তাঁর পবিত্র উপস্থিতির কাছে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতেন। ইম্মায়েলের অবিশ্বস্ততার প্রতিক্রিয়ায় ঈশ্বর তাঁর বাসস্থান, মন্দির এবং যাজকস্থ অপসারণ করেছিলেন। সেই অপসারণের কারণে উপাসনাস্থল-ভিত্তিক শুন্ধতার ব্যবস্থা আজ পালন করা যায় না। আমরা যা এখনও পালন করা সম্ভব তা সবই পালন করি, এবং ঈশ্বর যা অসম্ভব করেছেন তা আমরা সম্মান করি—তাঁর কার্যকে শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর আদেশের বদলে প্রতীকী বিকল্প বসাতে অস্বীকার করে।